দিনাজপুরের বিরামপুর থানার দাউদপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) সদস্যরা দাউদপুর সীমান্তের মেইন পিলার ২৮৯ এর সাব পিলার ২২-২৩ এর কাছে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার রণগাঁও বাসুপাড়া গ্রামের আছির উদ্দিন মন্ডলের ছেলে তায়েজ উদ্দিন (৩৩) এবং দক্ষিণ দাউদপুর গ্রামের সিদ্দিক সরকারের ছেলে মতিয়ার রহমানকে (২২) গুলি করে হত্যা করে বলে জানা যায়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময়ে অধিকার কথা বলে-

- নিহতদের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের গোসলদানকারী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ (১) বিএসএফ ও বিজিবি সদস্যদের বৈঠক, (২) মতিয়ার রহমান

মোছাঃ তসলিমা বিবি (২৭), তায়েজ উদ্দিনের স্ত্রী

মোছাঃ তসলিমা বিবি অধিকারকে জানান, তাঁর ১ ছেলে ও ২ মেয়ে। তাঁর স্বামী একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ভ্যান কিনে চালাতেন। ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ সন্ধ্যা ৭.০০টায় বাড়ী থেকে ভ্যান নিয়ে তাঁর স্বামী কাজের সন্ধানে যায় এবং রাতে আর বাড়ীতে ফেরেননি। ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সকালের দিকে এলাকার লোকজনের কাছে তিনি জানতে পারেন, রাতে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে সীমান্তে দুইজন লোক মারা গেছে। তিনি তখন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্পে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, একজনের নাম মতিয়ার এবং আরেক জন তাঁর স্বামী তায়েজউদ্দিন। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ বিরামপুর থানার পুলিশ সদস্যরা তাঁর কাছে তাঁর স্বামীর লাশ হস্তান্তর করে। ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক

১১.০০টায় রণগাঁও বাসুপাড়া গ্রামে তাঁর স্বামীর লাশ দাফন করা হয়। তিনি এই হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করেন।

আব্দুল রশিদ (৩৬), তায়েজ উদ্দিনের বড় ভাই ও লাশের গোসলদানকারী

আব্দুল রশিদ অধিকারকে জানান, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় সীমান্তে ৩/৪টি গুলির শব্দ শুনতে পান। তাঁর ছোট ভাই ভ্যান চালাতে গিয়ে বাড়ী ফিরে না আসায় রাতেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজখবর নেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় লোক মুখে জানতে পারেন, সীমান্তে ২ জন লোক মারা গেছে। দক্ষিণ দাউদপুর গ্রামে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, ভারত থেকে গরু আনার সময় বিএসএফের গুলিতে তায়েজ উদ্দিন মারা গেছে। তিনি বিজিবির ক্যাম্পে যোগাযোগ করেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ৮.৫০টায় বিজিবির সদস্যদের উপস্থিতিতে বিরামপুর থানার পুলিশ সদস্যরা তায়েজ উদ্দিনের লাশ তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল ১০.০০টায় তায়েজ উদ্দিনের মৃতদেহ তিনি গোসল করান। লাশ গোসলের সময় দেখতে পান, মাথার বাম দিকে গুলি লেগে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তিনি ধারণা করেন, মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছিল।

মুনছুর আলী মন্ডল (২৮), মতিয়ার রহমানের মামা

মুনছুর আলী মন্ডল অধিকারকে জানান, মতিয়ার একজন কৃষক। ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় দাউদপুর সীমান্তে পর পর ৪টি গুলির শব্দ শুনতে পান। এতে এলাকার লোকজনের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৫.২৫টায় তিনি সীমান্তে নিজের জমিতে কাজ করতে যান। তিনি সীমান্তে দাঁড়িয়ে ভারতের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলেন। ভারতের এক কৃষক তাঁকে জানান, বাংলাদেশের দুইজন লোককে রাতে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। ঐ কৃষক আরো বলেন, বিএসএফ সদস্যদের কাছে শুনেছেন, নিহতদের একজনের নাম মতিয়ার এবং আরেকজনের নাম তায়েজ উদ্দিন। মতিয়ারের মৃত দেহ পাওয়ার জন্য তিনি বিজিবি ক্যাম্পে যোগাযোগ করেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ৮.৫০টায় লাশ দুইটি নিহতদের পরিবারের কাছে বিজিবি এবং পুলিশ সদস্যরা কাছে হস্তান্তর করেন। ভারতের পুলিশ সদস্যরা লাশের ময়না তদন্ত করায় বাংলাদেশে আর ময়না তদন্ত করা হয়নি। তিনি দেখতে পান, লাশের ডান পাশে কোমরে গুলি করা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় মতিয়ারের লাশ দক্ষিণ দাউদপুর গ্রামে দাফন করা হয় বলে তিনি জানান।

নাজির উদ্দিন (৫২), এলাকাবাসী

নাজির উদ্দিন অধিকারকে জানান, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাতে তিনি এলাকার লোকজনের কাছে জানতে পারেন, রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় ভারত থেকে গরু আনার সময় বিএসএফের গুলিতে তায়েজ উদ্দিন ও মতিয়ার রহমান মারা গেছে। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ এলাকার পরিচিত কয়েকজন লোকের কাছে জানতে পারেন, সেই রাতে একটি দল নিয়ে

তায়েজ ও মতিয়ার ভারতে গরু আনতে গিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাত ১০.০০টা থেকে ১১.৩০টার মধ্যে ওই দলের সদস্যরা কিছু গরু দাউদপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পার করে। গরু পার করার সময় একটি গরু রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে। কিছুতেই গরুটিকে তোলা যাচ্ছিলো না। এ সময় বিএসএফ সদস্যরা গরুটিকে আটক দেখাবে বলে তাদের গরুটি রেখে যেতে বলছিলো। এ নিয়ে বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে গরু ব্যবসায়ীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এসময় বিএসএফ সদস্যরা রাখালদের ওপর গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলেই তায়েজ উদ্দিন ও মতিয়ার মারা যায়। সঙ্গে থাকা অন্য রাখালরা তখন বাংলাদেশে চলে আসে।

নায়েব সুবেদার বজলুর রহমান, ইনচার্জ, দাউদপুর সীমান্ত ফাঁড়ী, বিজিবি, বিরামপুর, দিনাজপুর

নায়েব সুবেদার বজলুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাত অনুমানিক ১১.৩০টায় তিনি সীমান্তে ৪টি গুলির শব্দ শুনতে পান। সাথে সাথে তিনি এলাকায় যান এবং এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনার অনুসন্ধান করেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৬.০০টায় তিনি জানতে পারেন, দাউদপুর সীমান্তের ২৮৯ মেইন পিলারের ২২ ও ২৩ সাব পিলারের ৩৫০ গজ দূরে ভারতের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে বাংলাদেশী তায়েজ উদ্দিন ও মতিয়ার রহমান নিহত হয়েছে। লাশ ফেরত চেয়ে তিনি বিএসএফ এর কাছে চিঠি পাঠান। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.৩০টায় সীমান্তের ২৮৯ মেইন পিলারের ৫৩ নম্বর সাব পিলারে বিজিবি-বিএসএফ অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৪০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর তারেক ইফতেখার উদ্দিন খান, অবস অফিসার মেজর শাহেদ সরোয়ার এবং ভাইগর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আব্দুল কাদের মীর।

ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ৯৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের পতিরাম ক্যাম্পের ডেপুটি কমান্ডার শ্রী জুহাল ও কোম্পানী কমান্ডার সন্তোষ শর্মা, আগ্রা ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার রাকেশ কুমার, গোবিন্দপুর ক্যাম্পের ইন্সপেক্টর পুরান্ড এবং ২৮ ব্যাটালিয়নের হিলি ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মার্টিন গোর। পরে বিএসএফ সদস্যরা লাশ ফেরত দেয়।

সুবেদার আব্দুল কাদের মীর, কোম্পানী কমান্ডার, ভাইগড় সীমান্ত ফাঁড়ী, বিজিবি, বিরামপুর, দিনাজপুর

সুবেদার আব্দুল কাদের মীর অধিকারকে জানান, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় বিএসএফ সদস্যরা দুইজনকে গুলি করে হত্যা করার কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ লাশ শনাক্ত ও ফেরৎ চেয়ে বিএসএফ ক্যাম্পে চিঠি পাঠান। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.৩০টায় মেইন

পিলার ২৮৯ এর ৫৩ নম্বর সাব পিলারে অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে রাত আনুমানিক ৮.২০টায় ভারতের বিএসএফ আগ্রা ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার রাকেশ কুমার তায়েজ উদ্দিন ও মতিয়ার রহমানের লাশ তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। তখনই তিনি লাশ দুইটি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার এসআই বেলাল হোসেনকে বুঝিয়ে দেন।

এসআই বেলাল হোসেন, বিরামপুর থানা, দিনাজপুর

এসআই বেলাল হোসেন অধিকারকে জানান, বিজিবির সদস্যদের মাধ্যমে জানতে পারেন, বিএসএফ দুইটি লাশ ফেরত দিবে। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ৭.২০টায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তায়েজ ও মতিয়ারের আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। রাত আনুমানিক ৮.২০টায় ভারতের বিএসএফ আগ্রা ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার রাকেশ কুমার লাশ দুইটি ভাইগর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আব্দুল কাদের মীরের কাছে দেন। পরে কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আব্দুল কাদের মীর লাশ দুটি তাঁকে দেন। তিনি তখন সাদা কাগজে লাশ দুটির খসড়া সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করেন। তিনি সুরতহাল প্রস্তুত করার সময় দেখতে পান, নিহত তায়েজ উদ্দিনের মাথার বাম পাশে গুলি করা হয়েছে। আর মতিয়ার রহমানের ডান পাশে কোমরে গুলি করা হয়েছে। আগ্রা ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার রাকেশ কুমার তাঁকে জানান, ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পুলিশ সদস্যরা লাশ ২টির ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেছে। এছাড়া এক ভারতীয় পুলিশ সদস্য বাদী হয়ে ভারতের হিলি থানায় দুইটি মামলা দায়ের করেছেন বলে রাকেশ কুমার জানান।

১। মৃত তায়েজ উদ্দিন, পিতা-আছির উদ্দিন, গ্রামঃ রনগাঁও বাসুপাড়া, হিলি থানার অপমৃত্যুর মামলা নম্বর- ৩২/২০১১। তারিখঃ ১৮/১২/২০১১।

২। মৃত মতিয়ার রহমান, পিতাঃ সিদ্দিক সরকার, গ্রামঃ দক্ষিণ দাউদপুর, হিলি থানার অপমৃত্যুর মামলা নম্বর - ৩৩/২০১১। তারিখঃ ১৮/১২/২০১১। উভয় থানাঃ বিরামপুর, জেলাঃ দিনাজপুর, বাংলাদেশ। মামলার এজাহার এবং ময়না তদন্ত প্রতিবেদন চাইলে পরে দেয়া হবে বলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে জানিয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষ হলে রাত আনুমানিক ৮.৫০টায় তিনি লাশ দুইটি নিহতদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। ভারতের হিলি থানায় মামলা হওয়ার কারণে বিরামপুর থানায় আর মামলা দায়ের করেননি বলে তিনি জানান।

ফজলুর রহমান (৫০), মতিয়ার রহমানের লাশের গোসলদানকারী

ফজলুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় মতিয়ারের লাশের গোসল দিয়েছেন। মৃতদেহের ডান দিকে কোমরের নীচে পেটে গুলির চিহ্ন দেখেছেন। তিনি ধারণা করেন, বিএসএফ সদস্যরা মতিয়ারকে ধরে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে।

-সমাপ্ত-